লিপি
শিলিগুড়ি, মঙ্গলবার, ২১ নভেম্বর ২০১৭
Siliguri•Tuesday•November 21, 2017
Arthik Lipi, Page 3

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মৃত্যুতে শোকের ছায়া বিধানসভাতেও

রাজনীতিতে অপূরণীয় ক্ষতি, একযোগে মানলেন শাসক-বিরোধী বিধায়করা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির প্রয়াণে শোকের ছায়া জাতীয় রাজনীতিতে। সোমবার তার আঁচ এসে পড়ল রাজ্য বিধানসভাতেও। এদিন থেকে শুরু হয়েছে বিধানসভার অধিবেশন। আর অধিবেশনের শুরুতেই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মৃত্যুর খবরে শোকার্ত শাসক-বিরোধী বিধায়করা। মোটামুটি সব রাজনৈতিক দলের বিধায়কদের গলাতেই ছিল বেদনার সুর। এদিন বিধানসভায় প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মৃত্যুতে তার প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যের শিক্ষা ও পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, ''প্রিয়দা আমাদের কাছে ভীষণ শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন, আমাদের এক সময় অভিভাবকের মতো ছিলেন। আমরা ওঁনার মৃত্যু সংবাদে শোকস্তব্ধ ও ব্যথিত''। তাঁর আরও মন্তব্য,'' প্রিয়দা অসাধারণ সংগঠক ও অসাধারণ বক্তব্য রাখতে পারতেন। ওঁনার নেতৃত্বেই আমরা ষাটের দশকের শেষের দিকে ছাত্র পরিষদ করতে শুরু করি। ওঁনার কাছ থেকে আমরা রাজনীতির পাঠ নিতাম,শিখতাম রাজনীতির নানান দিক। ওঁনার মৃত্যুতে অপরিসীম ক্ষতি হয়ে গেল।'' রাজনৈতিক জীবনের অনেক

পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''বর্ণময় স্মৃতি আজ মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। আমরা প্রিয়দার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী ও বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে সোমবার বেলা বারোটার পর বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবির আবেদন জানাই। ও তা মেনে কাল বিধানসভায় বারোটার পর বিধানসভার কাজকর্ম বন্ধ থাকার সিদ্ধান্ত হয়েছে।''

প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন রাজ্যের বিরোধী দল নেতা আব্দুল মান্নান । তিনি বলেন, ''প্রিয়দার নেতৃত্বেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি। রাজনীতির স্কুলিংও তার হাতেই। দিল্লির ও রাজ্যের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধি ও রাজীব গান্ধি তাঁকে স্নেহ করতেন। রাজীবজিই তাঁকে কেন্দ্রে মন্ত্রী করেছিলেন প্রথমে। স্নেহের হাত ছিল তাঁর সমস্ত অনুগামীদের মাথায়। রাজনৈতিক সম্পর্কের বাইরে ব্যক্তিগত সম্পর্কে গুরুত্ব দিতেন তিনি। আব্দুল মান্নানের আরও সংযোজন, কখনও তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লিতে রিপোর্ট করতে গেলেও তিনি গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।''

রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম প্রিয়রঞ্জনের মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, ''ছোটবেলায় প্রিয়দার নেতৃত্বে দীর্ঘদিন কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। উনি আমাদের মাঝে মধ্যেই নানান কাজে রাইটার্সে পাঠাতেন। উনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। ওঁনার চলে যাওয়ায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ওঁনার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।''

রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তার প্রতিক্রিয়া জানান, ''প্রিয়দাই এক সময় আমাদের নেতা ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় কংগ্রেস রাজনীতি করতে আসা তাঁর হাত ধরেই। উনি অত্যন্ত ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন। যাতে মানুষ মোহিত হয়ে যেত-আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন। ওঁওঁনার মৃত্যুতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। ওঁনার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ওঁনার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।'' প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুও।

আজ বিধানভবনে আনা হবে প্রয়াত নেতার মরদেহ

প্রিয়'র হাত ধরেই রাজনীতিতে আসা : সোমেন মিত্র

স্টাফ রিপোর্টার : কোমায় ছিলেন, কিন্তু বেঁচে ছিলেন। রিটায়ার্ড হার্ট হলেও প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে যেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি এতদিন ম্যাচেই ছিলেন। নেতা-কর্মীদের প্রেরণা জুগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রিয় নেতার মৃত্যুতে শোকের ছায়া প্রদেশ নেতৃত্বে। প্রদেশ নেতৃত্বের অনেকেরই রাজনীতিতে উঠে আসা প্রিয়রঞ্জনের হাত ধরে। তাই তাঁর প্রয়াণে স্বাভাবিকভাবেই শোকার্ত প্রদেশ নেতৃত্বের অনেকেই। সোমবার দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। এদিন রাতেই কলকাতায় আনা হয় তৃখড় রাজনীতিকের মরদেহ। আজ বিধানভবনে আনা হবে প্রয়াত কংগ্রেস নেতাকে। জানা গিয়েছে, আজ সকাল সাড়ে আটটা থেকেই বিধানভবনে শায়িত থাকবে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মরদেহ। সেখানেই তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁর ভবানী রোডের বাড়িতেও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে। আজই রেসকোর্স থেকে হেলিকপ্টারে করে রায়গঞ্জে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রিয়রঞ্জনের। প্রিয় নেতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি। তাঁর কথায়, 'আমাদের মতো করে হয়তো প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে আমাদের

কাছে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ক্ষীণ আশা ছিল, প্রিয়দা হয়তো কোনওদিন আমাদের কাছে হাজির হবেন। কিন্তু হঠাৎই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো খবর এল, প্রিয়দা আর নেই। এটা অত্যন্ত দুঃখের।' প্রিয়রঞ্জনের হাত ধরেই রাজনীতিতে আসা সোমেন মিত্রের। তাই 'বন্ধু নেতা'র মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ তাঁরও। সোমেনের কথায়, 'মনে হচ্ছে অত্যন্ত কাছের মানুষকে হারালাম।' তাঁর মন্তব্য, 'কংগ্রেস একজন যোগ্য নেতাকে হারাল। স্মৃতিচারণায় উঠে এল নানা কথাও। সোমেনের সংযোজন, '১৯৭০ থেকে একসঙ্গে লড়াই করেছি। দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। প্রিয় না থাকলে ১৯৭২ সালে আমার নোমিনেশনই হত না।' সোমেন বলেন, 'যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রমাণ করেই নেতৃত্বে এসেছিলেন প্রিয়। গোটা যুব সমাজই প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির ভক্ত ছিল।' তিনি কোমায় চলে যাওয়ার পরেও প্রিয়রঞ্জন যে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ জোগাতেন তাও প্রকাশ পেয়েছে সোমেন মিত্রের বক্তব্যে। তাঁর কথায়, '৯ বছর বাক্‌রুদ্ধ ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। তাঁর ছবিই কর্মীদের উৎসাহ জোগানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। প্রিয়রঞ্জনের কর্মক্ষমতা ছিল না এই ৯ বছর। কিন্তু তাঁর ছবিই অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গিয়েছে।' প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি সম্পর্কে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি বলেন, ' প্রিয়দাকে শুধু রাজনীতির প্রেক্ষাপটেই বিচার করলে হবে না। খেলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সর্বত্রই বিদ্যমান ছিলেন তিনি। তাই তাঁর মৃত্যু জাতীয় রাজনীতিতে বড় ক্ষতি।' প্রিয় নেতা আর নেই। তাই তাঁর প্রয়াণে আজ থেকে তিনদিন দলীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে প্রদেশ দফতরে।

বাঙুরে বিশ্ব বাংলার লোগোতে কালি, অভিযোগ দায়ের

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব বাংলা লোগো বিতর্কে নয়া সংযোগ। ফিফা যুব বিশ্বকাপ উপলক্ষে ভিআইপি রোডের ধারে রাজ্য সরকারের কয়েকটি প্রকল্পের বোর্ড লাগিয়েছিল দক্ষিণ দমদম পুরসভা। সেই বোর্ডে থাকা বিশ্ব বাংলার লোগোতে কালি মাখিয়ে দিল কেউ বা কারা। রাতের অন্ধকারে এই কাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই মর্মে দক্ষিণ দমদম পুরসভা সোমবার লেকটাউন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। অভিযোগের আঙুল বিজেপি'র দিকে।

বিশ্ব বাংলার লোগোতে কালি মাখিয়ে দেওয়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। দোষারোপ-পাল্টা দোষারোপের পালা। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি'র কর্মীরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। দক্ষিণ দমদম পুরসভার পুরপ্রধান পাঁচুগোপাল রায় বলেন, এই কাণ্ড গভীর রাতে ঘটানো হয়েছে। আমাদের সন্দেহ বিজেপি'র কর্মীরাই এই কাজ করেছে। ওরাই বিশ্ব বাংলা ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এটা আসলে প্ররোচনামূলক রাজনীতি। আমরা যদি মনে করি নরেন্দ্র মোদীর ছবিতে কালি মাখাব তাহলে বাংলার সব জায়গায় মোদীর কালি মাখানো ছবিই থাকবে।

বিজেপি অবশ্য তাদের দিকে ওঠা এই অভিযোগ খারিজ করেছে। বিজেপি নেতা পীযূষ কানোরিয়া জানিয়েছেন, বিজেপি বিশ্ব বাংলা নিয়ে সরাসরি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নানা জায়গায় পথ অবরোধ হয়েছে। আন্দোলন হয়েছে। লুকিয়ে কালি মাখানো আমাদের কর্মসূচির অঙ্গ নয়। আমাদের সভ্যতাও নয়। যদি কালি মাখানোর হত সবাইকে জানিয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়েই কালি মাখানো হত।

এই ঘটনা ঘিরে দক্ষিণ দমদমে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। কালি মাখানোর খবর পেয়ে পুলিশে ফোন করেন বিধায়ক তথা দক্ষিণ দমদম পুরসভার উপপুরপ্রধান সুজিত বসু। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ দমদম পুরসভার পুরপ্রধান পাঁচুগোপাল রায়। তিনি লেকটাউন থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। সিসিটিভি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে লেকটাউন থানার পুলিশ। অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। গত ১০ নভেম্বর ধর্মতলায় বিজেপি'র সভায় বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ড নিয়ে গুরুতর অভিযোগ আনেন সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া মুকুল রায়। তার অভিযোগ ছিল, বিশ্ব বাংলা কোনও সরকারি সংস্থা নয়। এটি একটি বেসরকারি সংস্থা যার মালিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফের পথে নামল বিজেপি

স্টাফ রিপোর্টার : এবার সায়েন্স সিটির বিশ্ব বাংলা লোগোর সামনে বিক্ষোভ দেখালেন মহিলা মোর্চার কর্মীরা। সোমবার দুর আড়াইটে নাগাদ সায়েন্স সিটির পরমা মোড়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিশ্ব বাংলা মডেলটি ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখে পুলিশ। সেই ব্যারিকেড ভেঙে মোর্চা কর্মীরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

এর আগে ১৭ নভেম্বর সায়েন্স সিটির কাছে পরমা মোড়ে বিজেপি যুব মোর্চার কর্মসূচি ছিল। সেই কর্মসূচি ঘিরে সেখানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। যুব মোর্চার কর্মীরা বিশ্ব বাংলা লোগো সম্বলিত বলে কালি ছেটাতে গেলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। আহত হন এক পুলিশ কর্মী। এরপরই লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এই ঘটনায় ছয় যুব মোর্চা কর্মী আহত হন। আটক করা হয় বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি দেবজিৎ সরকার সহ ১৫ জনকে। এরপর সোমবার ওই ইস্যু নিয়েই আরও একবার পথে নামে মহিলা মোর্চা।

ডেঙ্গু মোকাবিলার ক্ষেত্রে কর্তব্যে গাফিলতি বরদাস্ত হবে না: পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার : ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুর-স্বাস্থ্য আধিকারিকদের আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। চলতি মাসের শুরু থেকেই সময় মতো স্বাস্থ্য-আধিকারিকদের সময় মতো উপস্থিতির উপর বিশেষ নজর রাখছে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। এবার কর্তব্যে গাফিলতি এবং অনুপস্থিতির অভিযোগে বরো ১৩-র স্বাস্থ্য কার্যনিবাহীক আধিকারিককে সাসপেন্ড করল কলকাতা পুরসভা।

পুরসভা সূত্রে খবর, বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকার পাশাপাশি বরোর অধীন যেসব হেলথ ইউনিটগুলি রয়েছে তাতে কর্মীদের উপস্থিতির উপর ঠিক ভাবে নজরদারি করেননি বলে অভিযোগ। এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতে বরো ১৩ -র একজন

স্বাস্থ্য কার্যনিবাহীক আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়।

বর্তমান পরিস্থিতির কথায় মাথায় রেখে নভেম্বরের ১ তারিখ থেকে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের উপস্থিতির উপর করা নজর রাখার একটি অভিনব নিয়ম চালু করেছে পুরসভা। প্রত্যেকদিন সকাল ১০টা নাগাদ এসএমএস -এর মাধ্যমে আধিকারিকদের উপস্থিতির বার্তা এবং বেলা ১২ টার মধ্যে লিখিত আকারে রিপোর্ট চলে আসবে পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরে। সেই এসএমএস এবং রিপোর্টের উপর নজর রাখা হয়। এই রিপোর্টের উপর নজরদারি করে দেখা যায় এই স্বাস্থ্য আধিকারীকের অনুপস্থিতি। এমনটাই জানা গেছে পুরসভা সূত্রে। শহরে ডেঙ্গু মোকাবিলায় দফায় দফায় বৈঠক করছে কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর। গত শুক্রবার শহরের সবকটি বরোর স্বাস্থ্য কার্যনিবাহীক অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিভাগীয় মেয়র পারিষদ। সেই বৈঠকে তিনি সব আধিকারিকদের সতর্ক করেছেন। তারপর শনিবার তিনি মেডিক্যাল অফিসারদের সাথে মিটিং করেন। সেখানে তিনি বলেন, ' স্বাস্থ্য বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী পর্যন্ত কর্তব্যে গাফিলতি হলে কাউকেই রেয়াৎ করা হবে না'। ডেঙ্গুর মতো এমন মারাত্মক ইস্যুতে যে তার কর্তব্যে গাফিলতি করবে তাদের কাউকেই বরদাস্ত করবে না পুরসভা।

অন্যদিকে বর্তমানে শহরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১২২৯। এমনটাই জানিয়েছেন মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ। ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় নানা রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা।

সুন্দরবনকে পর্যটনের আগামী আকর্ষণ হিসাবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য

প্রাথমিকভাবে জেটি সারাইতে উদ্যোগ রাজ্যের

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকা যে রাজ্যের পর্যটনে জোয়ার আনতে পারে তা বর্তমান সরকার বুঝতে পেরেই এবার উদ্যোগ গ্রহণ করল। শুধু সুন্দরবনই নয় তার সঙ্গে গঙ্গাসাগরও যে পর্যটনে দীঘার পাশেই স্থান পেতে পারে সেই বিষয়কেই নিশ্চিত করতে চাইছে রাজ্য।

তার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ১৯৫টি ঘাটকে সারিয়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করল রাজ্য পরিবহণ দফতর। তার মধ্যে গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্য কাকদ্বীপ এলাকার লট ৮-কেও সারিয়ে তোলার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলেই জানা গেছে। মূলত রাজ্যের জলধারা প্রকল্পের আওতায় সমস্ত ভুটভুটি চালকদের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে তাদের নতুন প্রযুক্তির নৌকা কিনতে রাজ্যের

পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্য করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্যেই সারা রাজ্যের ৬৪৯টি ফেরিঘাটের মধ্যে ৯৮টিকে সারিয়ে তোলার কাজ শুরু করতে চলেছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। তার মধ্যে ৪৯টির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যেও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৯৫টি ঘাটের জন্য ২ হাজার ২৯২.৬৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

জানা গেছে, বেণুবন, পাখিরালয়, ফ্রেজারগঞ্জ, ঝড়খালি, লট-৮ সহ আরও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘাটগুলিকে রাজ্যের পরিবহণ দফতর, সেচ দফতর এবং পূর্ত দফতরের সহযোগিতায় সারিয়ে তোলা হবে। পরে এই সব জায়গায় নতুন ধরনের নৌকা চালানোর মাধ্যমে এই জেটিকে আন্তর্জাতিক মানের করে তোলা হবে। যাতে আগামীদিনে সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় যেভাবে রাজ্যের পক্ষ থেকে পর্যটনকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে সেখানে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের উন্নত জলপথের পরিষেবা প্রদান করে বিশ্বের মানচিত্রে রাজ্যের উন্নয়নকে তুলে ধরা যায়।

সোমবার সকালে নিউটাউনের নজরুল তীর্থে জলধারা প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের পরিবহণ দফতরের একটি কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অনুষ্ঠানেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেটিগুলিকে সারিয়ে তোলার ঘোষণা করা হয়।

আধার তথ্য-ফাঁস: মোদীর সরকারের সমালোচনায় অধীর-সেলিম

স্টাফ রিপোর্টার: দেশের নাগরিক হিসাবে আধার অন্যতম পরিচয়। আর তারই তথ্য ফাঁস হয়েছে সরকারি ওয়েবসাইটে। তথ্যের অধিকার আইনে প্রশ্নের জবাবে এমন তথ্যই সামনে এসেছে। আর এই নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। তার আঁচ এসে পড়েছে বাংলার রাজনীতিতেও। এই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবারই মোদীর সরকারকে নিশানা করেন। প্রদেশ কংগ্রেস ও সিপিএমও এই নিয়ে বিজেপি সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির মন্তব্য, 'কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধার বাধ্যতামূলক করার কথা বলে আসছে। কিন্তু প্রথম থেকেই আমরা বলে আসছিলাম, ব্যক্তির গোপনীয়তা যাতে রক্ষা হয়, সেই বিষয়টি যেন দেখা হয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সেই তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।' সরকারি ওয়েবসাইটে আধার তথ্য ফাঁসের মধ্যে দিয়ে

মানুষের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলেই মনে করেন অধীর চৌধুরি। তাঁর কথায়, 'আদালতও ব্যক্তির গোপনীয়তা রক্ষার কথা বলছে। আধার বাধ্যতামূলক করার সময় যখন গোপনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে তখনই আমরা বলেছিলাম, আমাদের কী ত্রুটিহীন ব্যবস্থা আছে যাতে আধারের তথ্য গোপন রাখা যায়? কারণ, মানুষের মধ্যে আশঙ্কা ছিল, আধারের তথ্য প্রকাশ পাবে না তো? কিন্তু এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। আধারের তথ্য প্রকাশ করে মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে।' আধারের তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে কি না, এই বিষয়টি তথ্যের অধিকার আইনে আধার প্রদানকারী সংস্থা ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়। তাতেই জানা যায়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি মিলিয়ে মোট ২১০টি ওয়েবসাইটে বহু মানুষের আধার কার্ডে থাকা নাম, ঠিকানা, আধার নম্বর সহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। আর এতেই মানুষের নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করা হচ্ছে বলেই অভিযোগ সিপিএম সাংসদ মহম্মদ সেলিমের। তাঁর কথায়, 'আধারকে যখন বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হচ্ছিল, তখন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীরা বলেছিলেন, তথ্য ফাঁস হবে না, আধার সংক্রান্ত তথ্য গোপন থাকবে। সংসদের বাইরে বা ভিতরে একই কথা বলা হচ্ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। কিন্তু এখন প্রমাণ হয়ে গেল, প্রধানমন্ত্রী তখন অবাস্তব কথা বলেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার আসলে সত্য গোপন করছিল। আর তথ্য পাচার করছিল।' মহম্মদ সেলিমের প্রশ্ন, 'দেশি-বিদেশি নানা সংস্থার কাছে চলে যাচ্ছে গোপন তথ্য। ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে এই তথ্য। তাহলে মানুষের বা দেশের নিরাপত্তা কোথায়?' কেন্দ্রীয় সরকার বেশিরভাগ পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে আধার বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। কিন্তু এতে আধারের তথ্য ফাঁস হবে কি না, এই নিয়ে বিরোধীরা আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই। সরকারি ওয়েবসাইটে আধারের তথ্য ফাঁসে সেই আশঙ্কাই সত্যি হল।